লিপি
কলকাতা, মঙ্গলবার, ১ মে, ২০১৮
Kolkata• Tuesday • May 1, 2018
Arthik Lipi, Page 3

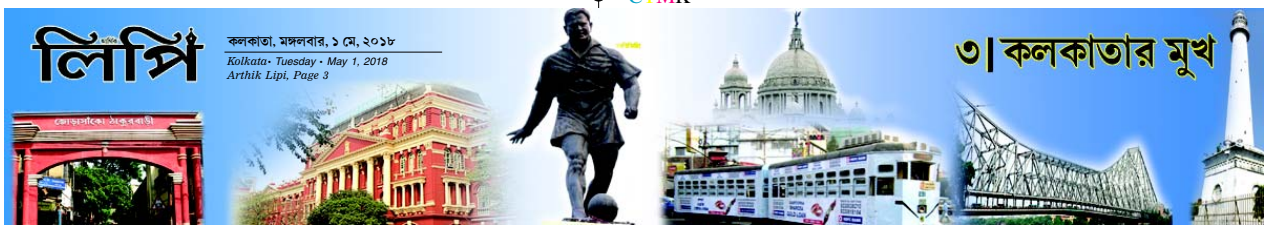

প্রার্থী দেওয়া আসনে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপানোর বার্তা

রাজ্যে আইন-কানুন নেই : সূর্য

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারই হোক কিংবা পুলিশ-প্রশাসন। কারোর উপরেই ভরসা নেই। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিরোধ গড়েই সোমবার তৃণমূলকে মোকাবিলার ডাক দিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, 'যে সব আসনে প্রার্থী দেওয়া সম্ভব হয়েছে সেখানে সর্বশক্তি শক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে।' সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের খোঁচা, 'রাজ্যে সরকার, পুলিশ-প্রশাসন, সংবিধান, আইন-কানুন সব অস্তিত্বহীন।'

এদিন আলিমুদ্দিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজ্যে যে পরিস্থিতি চলছে সে সম্পর্কে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে রাজ্যে সব অভিনব ও নজিরবিহীন ঘটনা ঘটছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, পঞ্চায়েত নিয়ে কারোর কোনও অভিযোগ থাকলে তা রাজ্য নির্বাচন কমিশন শুনবে ও ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সেই বিশ্বাস মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। হাইকোর্ট বলেছিল, সব স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে অর্থবহ আলোচনা করতে হবে। কিন্তু রাজ্য নির্বাচন কমিশন সেসবের মূল্য দেয়নি।' সূর্যকান্ত মিশ্রের দাবি, 'সন্ত্রাস, হুমকি সত্ত্বেও আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে এক তৃতীয়াংশ আসনে

এবং জেলা পরিষদে ৮০ শতাংশ আসনে প্রার্থী দিতে পেরেছি। আইনি ব্যবস্থা যা আছে সেটা করতে হবে। থানায় অভিযোগ জানাতে হবে, রাজ্য নির্বাচন কমিশনেও জানাতে হবে। কিন্তু এসব জায়গা থেকে সমস্যার সমাধান হবে, এই মোহ থাকলে চলবে না। যেখানে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে সেখানে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে। হতাশার কোনও জায়গা নেই।' যেখানে বামেদের কোনও প্রার্থী নেই সেখানে বিজেপি ও তৃণমূলকে পরাস্ত করতে পারে এমন প্রার্থীকে সমর্থন করার বার্তা দিয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্র। এদিন তিনি আরও বলেন, 'জীবন-জীবিকার স্বার্থে আমাদের লড়াই জারি আছেই জারি থাকবে। সন্ত্রাস উপেক্ষা করে মানুষ প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। এই পরিস্থিতিতেও মানুষ যে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে সেটাই ভবিষ্যতের জন্য দিশা নির্দেশ করছে। মানুষ এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবে। আর এভাবেই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে উঠবে বিকল্প জোট।' পঞ্চায়েত ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যে যে হিংসার ঘটনা তার সমালোচনা করে সূর্যকান্ত মিশ্রর মন্তব্য, 'গত কয়েক দিনে ৫জন তৃণমূল কর্মী খুন হয়েছে। তৃণমূলের হাতেই তৃণমূল নিরাপদ নয়। মানুষের কাছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের আবেদন, 'যে বিপদ আমাদের সামনে এসেছে ঐক্যবদ্ধভাবে এই বিপদ মোকাবিলায় এগিয়ে চলুন। আমরা বিশ্বাস রাখি, মানুষই ইতিহাস তৈরি করবে।' রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই পচন দেখা যাচ্ছে। হাসপাতালে নিম্নমানের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। ডব্লিউ বি সি এস পরীক্ষায় দুর্নীতি হচ্ছে। ভাগাড় থেকে মাংস নিয়ে যা হচ্ছে সেটাও পচনের লক্ষণ। লুঠতরাজের নীতি সব ক্ষেত্রেই।'

আগামী ১৪ মে পঞ্চায়েত ভোট। গ্রামীণ সরকার গঠনের ভোটে সন্ত্রাসের ভোটে ব্যাপক অশান্তি হবে বলেই আশঙ্কা বামেদের। ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেই দাবিতে শহরে আন্দোলন জারি রেখেছে তারা। আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো থেকে এই ইস্যুকে সামনে রেখে ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে অবস্থানে বসছে ১৭টি বামপন্থী ও সহযোগী দল। শুক্রবারও চলবে অবস্থান।

পুলিশকে ব্যবহার করে তৃণমূল সন্ত্রাস চালাচ্ছে: বাবুল সুপ্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিংসার ঘটনায় এবার রাজ্যপালের দ্বারস্থ হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়। সোমবার বাবুল সুপ্রিয়র নেতৃত্বে বিজেপির এক প্রতিনিধি দল রাজভবনে যায়। সেখানে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠির কাছে সন্ত্রাস নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরে বিজেপির প্রতিনিধি দল। পুলিশকে ব্যবহার করেই তৃণমূল পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলেই অভিযোগ বিজেপির। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'মনোনয়নকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির ঘটনা ঘটে সেগুলি সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবগত করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশকে ব্যবহার করে যেভাবে সন্ত্রাস করা হয়েছে সেই বিষয়টিও রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।' ২ এপ্রিল থেকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমার কাজ শুরু হয়। কিন্তু মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হতেই বিভিন্ন জেলায় হিংসার ঘটনা ঘটে। বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। বিজেপির প্রার্থীদের উপরেও হামলার অভিযোগ ওঠে। এই অবস্থায় বিরোধীরা আদালতে গেলে আরও একদিন মনোনয়নের জন্য বাড়তি দিন ধার্য করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। অতিরিক্তি দিনেও ব্যাপক অশান্তির খবর মেলে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আর সেই বিষয়টি নিয়েই এদিন বাবুল সুপ্রিয়রা রাজ্যপালের কাছে নালিশ জানান। পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলায় হিংসার ঘটনা ঘটলেও তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন বাবুল সুপ্রিয়। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, 'মুর্শিদাবাদে সব থেকে বেশি অশান্তি হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, সেখানে না

কি কিছু হয়নি। স্থানীয়রা তৃণমূল আশ্রিত তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাদের মধ্যে দু'জনকে ক্লিনচিট দেয় প্রশাসন। প্রশাসনের তরফে বলা হয়, ওই দু'জন অভিযুক্ত গণ্ডগোল করেনি। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।' বাবুল সুপ্রিয়র আশঙ্কা, ভোটের দিন সাধারণ মানুষ আদৌ ভোট দিতে যেতে পারবেন কি না তা নিয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় বাহিনী দিতে রাজি। অথচ রাজ্য সরকার তাতে রাজি হয়নি। অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনার চেষ্টা করছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।' তাঁর প্রশ্ন, 'একজন মুখ্যমন্ত্রী এটা কীভাবে করতে পারেন?' মুখ্যমন্ত্রীকে বাবুল সুপ্রিয়র খোঁচা, 'নবাবে বসে মুখ্যমন্ত্রীর মতো নয়, তৃণমূলের মতো আচরণ করছেন।' শান্তিপুরে বিজেপি প্রার্থীর অন্তঃস্বত্বা জায়ের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। এনআরএসে চিকিৎসাধীন ওই নির্যাতিতাকে দেখতে গেলে পুলিশ রাজ বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী লকেটকে আটকে দেয়। তার প্রতিবাদে মহিলা মোর্চার সদস্যরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

যাদবপুরে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা কিশোর-কিশোরীর

স্টাফ রিপোর্টার: বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা কিশোর-কিশোরীর। ঘটনাটি যাদবপুর থানার কাটজুনগরের। দু'জনেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকুরিয়ার একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, প্রণয় ঘটিত কারণেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিশাল মারিয়ানি (১৬) ও সুমি দাস (১৫)। বয়স কারও এখনও কৈশোর পেরোয়নি। কাটজুনগরের এ/৩২ বহুতলে থাকত ক্লাস ইলেভেনের ছাত্র বিশাল। সুমির বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার মনোহরপুকুর রোডে। বেশ কয়েকদিন বাড়িতে ছিলেন না মারিয়ানি পরিবার। তাই এই আবাসনে একাই থাকত বিশাল। একা থাকার সুযোগেই আত্মহত্যা করার সুবিধা হয় বিশালের। কাটজুনগরের এই আবাসন থেকেই ঝাঁপ দেয় এই কিশোর-কিশোরী। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, সম্ভবত শনিবার রাতে একসঙ্গেই ছিল বিশাল-সুমি। পরে সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণে বহুতল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে দু'জনে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, রবিবার রাতে ছাদ থেকে মাটিতে কিছু পড়ার শব্দ পান তারা। বাইরে এসে তারাই প্রথমে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন দুই কিশোর-কিশোরীকে। স্থানীয়রাই তড়িঘড়ি আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের ঢাকুরিয়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। ওই আবাসনের চারতলা ছাদেই একটি ব্যাগ পাওয়া যায়, সেই ব্যাগেই মেলে সুমি দাসের পরিচয়পত্র। তা দেখেই খবর দেওয়া হয় সুমির পরিবারকে। রাতেই তাঁরা নার্সিংহোমে আসেন। খবর দেওয়া হয় বিশালের পরিবারকেও। তবে ঠিক কী কারণে এই আত্মহত্যার চেষ্টা, তা জানতে ইতিমধ্যেই সুমি-বিশালের পরিবারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ। তবে সুমি দাসের অবস্থার কিছু উন্নতি না হলেও বিশালের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

ঢালি চিকেন ফার্মে ফের হানা পুলিশের

স্টাফ রিপোর্টার: নিউটাউনের ঢালি চিকেন সেন্টারে ফের হানা দিল পুলিশ। এয়ারপোর্ট ও নিউটাউন থানার পুলিশ যৌথ তল্লাশি চালায়। পুনরায় ফ্রিজার থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পুলিশ। নমুনা পাঠানো হবে ল্যাবে। সোমবার পুলিশের সিল করা ফ্রিজার ভাঙা অবস্থায় মেলে। তথ্য-প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা হচ্ছে বলে মনে করছে পুলিশ। সোমবার বিকেল ৫টা নাগাদ এয়ারপোর্ট ও নিউটাউন থানার পুলিশ হানা দেয়। পুলিশ নজরে আসে চিকেন ফার্মের যেখানে কর্মীদের থাকার জায়গা এবং কাউন্টার ছিল সেই ঘরগুলির বাইরে প্রচুর কাগজপত্র ছড়ানো ছেটানো। রীতিমতো লন্ডভন্ড করা হয় জায়গাটি। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছিল পুলিশ চলে যাওয়ার পর চিকেন ফার্মে যেখানে কাগজপত্র সরানো ও নষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়ছিল। ঢালী চিকেন ফার্মে সন্দেহের নজর ছিল পুলিশের। সেই কারণে রেজিস্ট্রারে ছাড়াও তদন্তে আরও বহু নথিপত্র প্রয়োজন তাই পুলিশ এদিন হানা দিতে আসে ওই চিকেন ফার্মে। সেখানে তারা নথিপত্র লন্ডভন্ড দেখে। যদিও এদিন ফের কিছুটা নমুনা সংগ্রহ করে পুলিশ। যে ফ্রিজারে পচা মাংস মজুত করা হয়েছিল সেই ফ্রিজার পুলিশ আগেই সিল করেছিল পুলিশ। পুলিশ সিল ভাঙা অবস্থায় উদ্ধার করে ওই ফ্রিজার। প্রসঙ্গত, ২৭ এপ্রিল ঢালি চিকেন ফার্মে হানা দেয় পুলিশ। দেখা যায় প্রচুর মরা মুরগি মজুত রয়েছে ফার্মে এবং ফার্মের ডিপ ফ্রিজারে পাওয়া যায় পচা মাংস। এই ফার্ম থেকেই নিউটাউন সহ বিভিন্ন এলাকার হোটেল ও রেস্তোরাঁতে মুরগির মাংস পাঠানো হত। ভাল মাংসের সঙ্গে খদ্দেরদের পচা মাংস মিশিয়ে দেওয়া হত বলে অভিযোগ।

ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু এক বৃদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার: গড়িয়ার বালিয়াতে আবাসনের ছাদ থেকে পড়ে 'রহস্য' মৃত্যু এক বৃদ্ধার। মৃতের নাম লিলি মুখোপাধ্যায় (৬৯)। তবে এটি আত্মহত্যা, নাকি দুর্ঘটনা তা নিয়ে যথেষ্ট ধন্দে পুলিশ।

কারণ বৃদ্ধার পড়ে ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার কোনও শব্দই পরিবারের লোকজন শুনতে না পেলেও, রবিবার সাড়ে আটটা নাগাদ প্রতিবেশীরা ছাদ থেকে কিছু একটা পড়ার শব্দ পান। তারাই বাইরে এসে নীচে রক্তাক্ত অবস্থায় লিলি মুখোপাধ্যায়কে নীচে পড়ে থাকতে দেখেন। পাশে পড়ে চশমা, ফোন, হাওয়াই চটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। গড়িয়ার বালিয়ার একটি পাঁচতলা আবাসনের তৃতীয়তলে স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে থাকতেন তিনি। প্রতিদিনই প্রতিবেশীদের সঙ্গে পাচতলার ছাদে পায়চারি করতেন মৃতা। রবিবারও ছাদে যান তিনি। তবে বাকীরা নেমে এলেও, ছাদেই হাঁটতে হাঁটতে ফোনে কথা বলছিলেন তিনি। তার কিছুক্ষন পরই বিগট শব্দ পান প্রতিবেশীরা।

অসাবধানবশতঃ এই ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি মৃতার পরিবারের। লিলি মুখোপাধ্যায়ের স্বামী দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'কোনও রোগ ছিল না। কিন্তু কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, বুঝতেই পারছি না। মনে হয় ফোন করতে করতে অসাবধান হওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' নীচে পড়ার সময় বহুতল লাগোয়া বৈদ্যুতিন তারের উপর পড়ায় বিগট শব্দ হয়। মৃত্যুর পরও ফোনটি চালু ছিল। ফোনে কার সঙ্গে লিলিদেবী কথা বলছিলেন, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি সত্যিই কী অসাবধানতা, নাকি আত্মহত্যা, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বিড়ালের শরীরে থাকা জীবাণুতে আক্রান্ত শহরের বেশ কয়েকজন

রেস্তোরাঁয় কি তবে মরা বিড়ালের মাংস !

স্টাফ রিপোর্টার: এবার কি মানুষের শরীরেও 'ভাগাড়'এর জীবাণু? ইতিমধ্যেই এই আশঙ্কাও ছড়াতে শুরু করেছে শহরজুড়ে। উদ্বেগের কারণ দক্ষিণ কলকাতার ১৬ জনের শরীরে মিলেছে 'টক্সোপ্লাজমো গরেডি' নামক এক পরজীবী জীবাণু। অর্থাৎ শহরেরই ১৬ জন আক্রান্ত টক্সোপ্লাজমোসিসে। দক্ষিণ কলকাতার পাশাপাশি উত্তর কলকাতাতেও এই জীবাণুর হদিশ মিলেছে। শহরের একাধিক ডায়গনেস্টিক সেন্টারে এফএনএসি পরীক্ষায় মিলেছে এই জীবানুর খোঁজ। বিশেষজ্ঞদের মতে, মৃলত বিড়ালের বিষ্ঠা ও মাংসতেই মেলে এই জীবাণু। আর তা থেকেই প্রশ্ন উঠেছে তবে কী ভাগাড় থেকে বিড়ালের মাংসও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শহরের নামী-দামি রেস্তোরায়? চিকিৎসকদের ধারণা, ভাগাড়ের মাংসের সঙ্গে বিড়ালের বিষ্ঠা মিশে যাওয়ায় এই রোগ খুব সহজেই সংক্রমিত হচ্ছে। ২০১৪ সাল থেকেই এই জীবানু শহরে দেখা যেতে শুরু করলেও, চার বছরে তার সংখ্যা সমানে বৃদ্ধি হচ্ছে। চিকিৎসকদের মতে, এই রোগের অন্যতম লক্ষণ ঘাড়ের কাছে ফুলে যাওয়া। আচমকা জ্বর, গ্ল্যান্ড ফুলে যাওয়া, পেটে ব্যথা। আশঙ্কা, ভাগাড়ে ঘোরা বিড়ালের বিষ্ঠা থেকে এই রোগ ছড়িয়েছে, পাশাপাশি আক্রান্ত ১৬জনের বেশির ভাগেরই বিড়ালের সঙ্গে কোনও সংশ্রব না থাকায়, চিকিৎসকদের আশঙ্কা, হয়ত ভাগাড় থেকে বিড়ালের মাংসও ছড়িয়ে দেওয়া

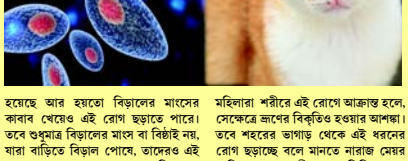

হয়েছে আর হয়তো বিড়ালের মাংসের কাবাব খেয়েও এই রোগ ছড়াতে পারে। তবে শুধুমাত্র বিড়ালের মাংস বা বিষ্ঠাই নয়, যারা বাড়িতে বিড়াল পোষে, তাদেরও এই রোগ হতে পারে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। এই রোগ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। তবে সব থেকে বিপজ্জনক ক্যান্সার আক্রান্ত ও অঙ্গসত্ত্বাদের ক্ষেত্রে মারাত্মক। বিশেষ করে যে সমস্ত ক্যান্সার আক্রান্তদের কেমোথেরাপি চলছে, তাদের ক্ষেত্রে এই জীবানু মারাত্মক। এমনকী এই ক্যান্সার রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। এডস আক্রান্তদের ক্ষেত্রেও। সেক্ষেত্রে খিঁচুনি, স্নায়ুর রোগ, রেটিনার ক্ষতি হতে পারে। আর অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা শরীরে এই রোগে আক্রান্ত হলে, সেক্ষেত্রে ভ্রূণের বিকৃতিও হওয়ার আশঙ্কা। তবে শহরের ভাগাড় থেকে এই ধরনের রোগ ছড়াচ্ছে বলে মানতে নারাজ মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ। তিনি বলেন, 'শহরের ভাগাড় থেকে এই ধরনের কিছু হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। কারণ আমাদের ভাগাড়গুলিতে সঙ্গে সঙ্গে মৃত পশু পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আর শহর থেকেই হয়েছে এমন কোনও সঠিক তথ্যও এখনও পাওয়া যায়নি। সবটাই অনুমানের উপর। তবে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছি।' অপরদিকে ঘাড়ে ফোলা বা জ্বর আসা এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। তাই এই ধরনের কোনও উপসর্গ থাকলে এফএনএসি করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকেরা।

স্কুল,কলেজে ডেঙ্গু নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র দেখানোর ভাবনা পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গু নিধন করতে বছরের শুরু থেকেই একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা পুরসভা। গত বছর ডেঙ্গু নিয়ে একাধিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে পুরসভাকে। তাই এবার বছরের প্রথম থেকেই মাঠে নেমে পড়েছে পুরসভা।

বেশ কয়েকবছর ধরেই ডেঙ্গু নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র এলইডি ভ্যানে করে শহরের সর্বত্র দেখানো হয়। এবার ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে আগামীদিনে স্কুল, কলেজে ডেঙ্গু নিয়ে তৈরি তথ্যচিত্র দেখানোর ভাবনা পুরসভার। ডেঙ্গু নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন পুরসভার স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। ডেঙ্গুর মরশুমে রোগের প্রকোপ ছড়ালে প্রয়োজনে বাড়তি সময় কাজ করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, কারণ এটা প্রতিটি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর শুধু পেশাই নয়, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্বও বটে। এমনই মন্তব্য করলেন স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।

শনিবার কলকাতা রবীন্দ্র সদনে শহরের সরকারি, বেসরকারি চিকিৎসক, স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে নিয়ে মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে কর্মশালার আয়োজন করে কলকাতা পুরসভা। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার কাউন্সিলরারাও। অতীনবাবু স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেই বর্তমান সময়ে মাথাব্যথার কারণ। যে কোনও মানুষ যে কোনও সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তিনি আরও বলেন, চিকিৎসকদের উচিত পেশাদারি নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখা। কাজের সময়টুকু কাজ করে অথবা কোনওমতে দায়িত্ব পালন করে, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে চলে গেলেন এরকম করবেন না।'

পুর স্বাস্থ্যকর্মীদেরও এই বলে উদ্বুদ্ধ করা হয়। কোনওমতে দায়সারাভাবে কাজ করে চলে যাবেন না। শুধুমাত্র বেতনটাই একমাত্র বিষয় হতে পারে না। নিজেদের নিকট আত্মীয় যখন এই রোগে আক্রান্ত হবেন তখন নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে পারবেন তো? তবে শুধুমাত্র সরকারের উপর দায় না চাপিয়ে প্রতিটি মানুষকেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বশীল হতে হবে বলেও মনে করিয়ে দেন অতীনবাবু। তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষের উচিত শুধু নিজের বাড়ি নয়, বাড়ির আশপাশে জল জমছে কি না তা লক্ষ রাখা এবং প্রতিবেশীদেরও এই বিষয়ে সচেতন করা।